প্রথম আলো

তারিখ ... 30 APR 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ...

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

তদন্ত কমিটিকে সাক্ষাৎকার দিতে দুই সাংবাদিককে পত্র

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট ●

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে প্রকাশিত সংবাদের ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির সামনে দুই সাংবাদিককে হাজির হতে বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে গতকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের চিঠি পেয়েছেন দুই সাংবাদিক।

ওই দুই সাংবাদিক হলেন ইংরেজি দৈ 'ডেইলি স্টার'-এর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি সুব্রত দাস ও *সমকাল* প্রতিনিধি তন্ময় মোদক। তাঁদের আজ মঙ্গলবার বেলা দুইটায় তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবালের দপ্তরে উপস্থিত থেকে সাক্ষাৎকার দিতে বলা হয়েছে।

২২ এপ্রিল *প্রথম আলোর* সিলেট সংস্করণের পৃষ্ঠা ৫-এ 'শিক্ষক নিয়োগে নীতিমালা লঙ্ঘন' শিরোনামে প্রতিবেদন ছাপা হয়। ওই সংবাদের জের ধরে কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই ওই দিন রাতে দায়িত্বপ্রাপ্ত উপাচার্য মো. ইলিয়াস উদ্দিন বিশ্বাসের নির্বাহী আদেশে *প্রথম আলোর* বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি মিসবাহ উদ্দিনকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়।

মিসবাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের দ্বিতীয় সেমিস্টারের শিক্ষার্থী।

মিসবাহকে বহিষ্কার করায় পরদিন ২৩ এপ্রিল থেকে 'মুক্ত-স্বাধীন সাংবাদিকতায় ক্ষমতার কালো থাবা—রুখে দাঁড়াও' স্লোগান-সংবলিত ব্যানার নিয়ে ওই বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারসহ ছয় দফা দাবিতে উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে সাংবাদিক ও শিক্ষার্থীরা অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন। সাংবাদিক ও শিক্ষার্থীরা গতকাল বেলা দুইটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে অনশন কর্মসূচি পালন করেন।

ওই আন্দোলন পরিচালনায় গঠিত আট সদস্যের স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক সুব্রত দাস ও সদস্য তন্ময় মোদক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের চিঠি পেয়েছেন।

চিঠিতে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্পর্কে জাতীয় সংবাদপত্রে আপত্তিকর সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার বিষয়টি তদন্ত করার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। আপনাকে আগামী ৩০ এপ্রিল (আজ) বেলা দুইটায় তদন্ত কমিটির আহ্বায়কের অফিসে উপস্থিত হয়ে সাক্ষাৎকার দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ইশফাকুস হোসেন চিঠি পাঠানোর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।